দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

‘মেক্সিকোর ৪৩ শিক্ষার্থীকে ভুল করে খুন করা হয়েছে’

■ রয়টার্স

চার মাস আগে নিখোঁজ মেক্সিকোর ৪৩ শিক্ষার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাধী দলের সদস্য মনে করে একটি মাদকচক্রের নির্দেশে খুন করা হয়েছে বলে স্বীকার করলো দেশটির সরকার। প্রশিক্ষণার্থী ঐ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছে তারা।

এই শিক্ষার্থীদের ভুল করে করেছিলেন অন্য দলের সদস্য মনে করে অপরাধী চক্রটি। ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে মেক্সিকোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর ইগুয়েলা থেকে ঐ ৪৩ জন নিখোঁজ হন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং ঘটনাটি দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক নিন্দারও কারণ হয়। এতে ক্ষমতাসীন এনরিক পিনা নিয়েতো সরকার বিব্রতকর পরিস্থির মুখে পড়েন এবং তার প্রশাসনও গভীর সঙ্কটের মধ্যে পড়ে যায়। এখন পর্যন্ত সরকার একটি কথাই বলে যাচ্ছে, সেটি হল ঐ রাতে ইগুয়েলায় দুর্নীতিপরায়ন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঐ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর শিক্ষার্থীদের স্থানীয় মাদক অপরাধী চক্র গুয়েররেরোস ইউনিদোস এর হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

শিক্ষার্থীদের ভুল করে খুন করেছিলেন অন্য দলের সদস্য মনে করে অপরাধী চক্রটি

অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, গুয়েররেরোস ইউনিদোস'র গ্রেফতার সদস্য ফিলিপে রড্রিগুয়েজ স্বীকার করেছেন ঐ শিক্ষার্থীদের খুন করার জন্য তাদের এক বস আদেশ দিয়েছিলেন। এদিকে ভুল করে শিক্ষার্থীদের হত্যা করা হয়েছে সরকারি এমন ভাষ্য মেনে নিচ্ছেন না অভিভাবকরা। বরং সরকার ভালোভাবে ঘটনাটির তদন্ত না করেই মামলাটি চাপা দিতে চাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ঐ নিখোঁজ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা।

অ্যাটর্নি জেনারেল জেসাস মুরিল্লো বলেছেন, শিক্ষার্থীরা প্রাণ হারিয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই, তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলে রিও সান জুয়ান নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে। লাশগুলো এমনভাবে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে যে তাদের শনাক্ত করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন মুরিল্লো।

ডিএনএ পরীক্ষার পর মাত্র একজন নিখোঁজ শিক্ষার্থীর পরিচয় শনাক্ত করা গেছে। প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে শহরটির মেয়র ও তার স্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সংগঠিত অপরাধীচক্রের সঙ্গে মেক্সিকোর রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ফাঁস হয়ে পড়া এই মামলাটি ইতিমধ্যে কুখ্যাতি অর্জন করেছে।